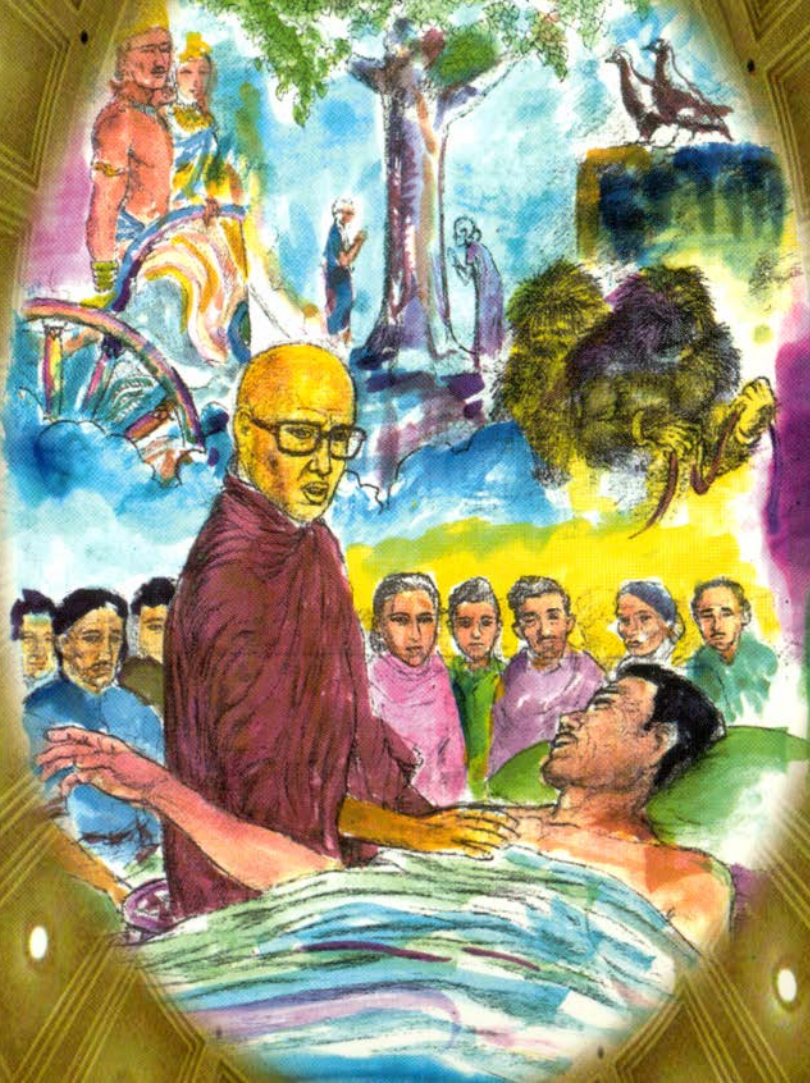


পঞ্চ নিমিত্ত এবং পরবর্তী জীবনের আশ্বাস

ভদন্ত ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরো





কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে।

ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং

ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান

বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে

ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান

ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা

সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায়

ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

পঞ্চ নিমিত্ত
এবং
পরবর্তী জীবনের আহ্বান

ভদন্ত ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাশয়ের

এম,এ; পি,এইচ,ডি; ত্রিপিটক বিশারদ

সভাপতি ও বিদর্শনাচার্য

আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্র

বুদ্ধগয়া, ডাকঘর-বুদ্ধগয়া (পিন-৮২৪২৩১)

জেলা- গয়া, বিহার, ভারত ।

অনুবাদক : সলিল বিহারী বড়ুয়া এম,এ; বি এড ।

পঞ্চঃ নিমিত্ত
এবং
পরবর্তী জীবনের আহ্বান

ভদন্ত ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথের

অনুবাদক : সলিল বিহারী বড়ুয়া

প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৭ (২৫২২ বুদ্ধাব্দ)

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৯১ (২৫৩৫ বুদ্ধাব্দ)

তৃতীয় সংস্করণ : ২০০২ (২৫৪৬ বুদ্ধাব্দ) (বাংলায় প্রথম সংস্করণ)

(সর্বস্বত্ব গ্রহণকার কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রচ্ছদ সংগ্রহ : Dying to live নামক পুস্তক থেকে। মুমূর্ষ উপাসকের পাশে
ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের এবং পঞ্চঃ নিমিত্তের দৃশ্য।

প্রকাশক : রেবা বড়ুয়া

সি. নার্স, কে.পি.এম হাসপাতাল
চন্দ্রঘোনা।

মুদ্রণে : ইউনিটি প্রিন্টার্স

১৬৯৩, শেখ মুজিব রোড, আত্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

বর্ণ বিন্যাস : আল-ইমাম কম্পিউটার্স

আত্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা মূল্য : ১৫ টাকা

প্রাপ্তিস্থান : ১। আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র

বুদ্ধ গয়া, ভারত।

২। মহাবোধি বুক এজেন্সি

৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩।

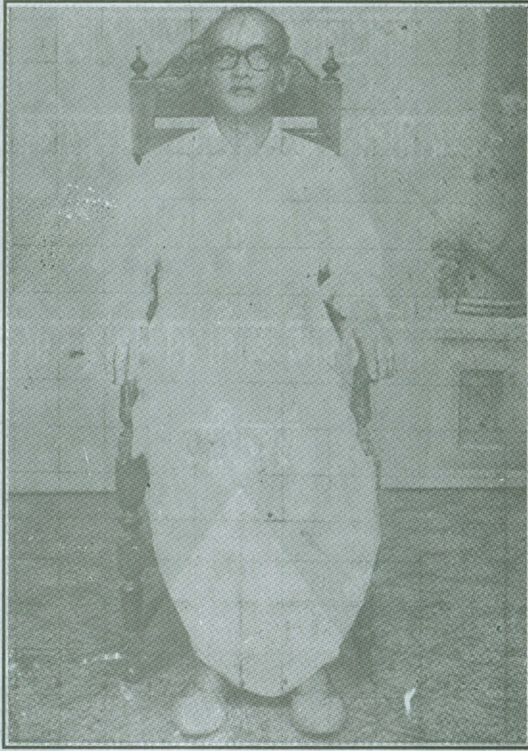
৩। শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাস্থবির

নিগ্রোধারাম, পশ্চিম আধারমানিক, রাউজান।

৪। ধর্মেশ্বর ভিক্ষু

চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহার, নন্দন কানন, চট্টগ্রাম।

”ধন্য দানং সৰ্ব্ব দানং জিনাতি”
”ধৰ্মদান সৰ্বল দানকোই পরাজয় করে”



জন্ম : ১০ই চৈত্র, ১৩১৩ বাং, ১৯০৭ ইং। মৃত্যু : ২৯ ভাদ্র, ১৩৮৪ বাংলা, ১৯৭৮ ইং

পুস্তিকা প্রকাশের পুণ্যরাশি অর্পণ করা হলো আমাদের স্বর্গীয়
পিতৃদেব বারু কুমুদ রঞ্জন বড়ুয়া, প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের নির্বাণ
শান্তি কামনায়।

তদীয় পুত্র কন্যাগণ-

মিস্ রেবা বড়ুয়া

রথীন্দ্র নাথ বড়ুয়া

শিশির কান্তি বড়ুয়া।

মধ্যম আঁধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

— — —
পরমশ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে
মহামান্য প্রয়াত বংশদীপ মহাস্থবির

ও

মহামান্য প্রয়াত জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরকে

উৎসর্গিত

পুস্তিকা সম্পর্কে দু'টি কথা

ডঃ বরসম্বোধি থের
ট্রিপিটকাচার্য, বিদ্যাবারিধি
সহকারী পরিচালক
আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র,
বুদ্ধগয়া।

কোন কিছু অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা বৌদ্ধ ধর্মের নীতি নহে। পৃথিবীর ধর্মগুরুদের মধ্যে মহামানব গৌতমবুদ্ধই একমাত্র ধর্মগুরু। যিনি তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অতি সাহসিকতার সাথে উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, “এহি পাসসিকো” অর্থাৎ “এস এবং দেখ।” তিনি অন্যান্য ধর্ম প্রবর্তকদের মতো কখনো কোথাও বলেননি যে, “এস এবং বিশ্বাস কর।” বুদ্ধের এ উদাত্ত আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে পরম পূজনীয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিদর্শনাচার্য্য ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথের ১৯৫৩ ইংরেজীতে যখন তিনি চট্টগ্রামের তেঁকোটা সদ্ধর্ম বিকাশ বিহারে অবস্থান করার সময় শ্রী শীলালংকার স্থবির কর্তৃক অনুদিত ধর্মপদ অটুঠকথার ধার্মিক উপাসকের কাহিনীটি পড়লে উপাসককে মৃত্যুর সময় স্বর্গ থেকে দিব্যরথ এনে নিয়ে যাচ্ছেন ঘটনাটি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এর বাস্তবতা বা সত্যতা প্রমাণের জন্য তৎকালীন প্রখ্যাত সাধক প্রবর পরম পূজ্য জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির ও গ্রন্থের অনুবাদক পরম পূজ্য শীলালংকার স্থবির মহোদয়গণের কাছে জানতে চাইলে তাঁরা উভয়ে ডঃ ভন্তেকে তা পরীক্ষা করে প্রমাণের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

পূজ্য ভন্তেদের কাছে প্রেরণা পেয়ে তেঁকোটা গ্রামের অভিনাশ চন্দ্র চৌধুরী নামে এক মুমূর্ষু উপাসককে ভিত্তি করে পুস্তকে বর্ণিত কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করে অর্থাৎ তিনিও স্বর্গ থেকে দিব্য রথ আনায়ে তেঁকোটীর সে উপাসককে স্বর্গে প্রেরণ করে সমাজে এক অভাবনীয় সাড়া জাগিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে বুদ্ধবাণীরও খাঁটিত্ব প্রমাণ করলেন। এ কাহিনী অবলম্বনে পরবর্তীতে তিনি আরো গবেষণা করে তাঁর পি, এইচ, ডি সন্দর্ভ রচনা করে প্রাচ্যের খ্যাত নামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৌদ্ধদের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র বুদ্ধগয়ায় স্থিত মগধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

ডঃ মহাথের তেঁকোটা গ্রামে সংগঠিত ঘটনার আলোকে দশক দু'য়েক আগে রচনা করেছিলেন “The five visions and Beckonnings of Future life” নামে একটি ইংরেজী পুস্তিকা। যদিও এটি একটি অতীব ক্ষুদ্র পুস্তিকা তবে এ পুস্তিকায় আমরা দেখতে পেয়েছি- ‘বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর গভীরতা’। অল্প কয়েক বছরের মাথায় পুস্তিকাটির কয়েকটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে এর চাহিদা ও ঘটনা জানার কৌতুহল মানুষের উৎসুক্যতা দিন দিন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে, আমি দেখতে পেয়েছি পুস্তিকাটি কানাডা থেকে ভিয়েতনামী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে ভিয়েতনামীজ ও ইংরেজী উভয় ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা

থেকেও পুনঃ মুদ্রিত হয়ে ইতিমধ্যে সাড়া জাগিয়েছে পৃথিবীব্যাপী । আমার জানা মতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ লেখকদের মধ্যে ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরোর এ পুস্তিকাটিই একমাত্র গ্রন্থ যাহা কোন বিদেশী ভাষায় প্রথম অনুবাদিত হয়েছে । ইহা দ্বারা একথা নির্দিষ্টায় বলা চলে, পুস্তিকাটির গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তা এবং সর্বোপরি মানুষের হৃদয় রাজ্যের কত গভীরে এটি স্পর্শ করেছে । বিশ্ব বৌদ্ধ জগতে শ্রদ্ধেয় ভক্তের এ অসামান্য অবদানের জন্য আমাদের গর্বের সীমা নাই ।

পুস্তিকাটি বিশ্বে এতই সাড়া জাগাবার কারণ হলো, পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের কম বেশী মরণভীতি থাকে । কেমন করে মৃত্যু হবে, মৃত্যুর পর কোথায় যাবে, ইত্যাদি । এ সমস্ত ভীতি দূরীকরণের জন্য পুস্তিকাটি যে একটি পথ প্রদর্শক এতে সন্দেহের লেশ মাত্র অবকাশ নাই । বিশেষতঃ মৃত্যুর সময় পরিবার-পরিজন, জ্ঞাতি-স্বজন পরিবৃত্ত হয়ে কান্না-কাটি করে যে মহাশক্তি মৃত্যু পথযাত্রীর করে থাকে তা পুস্তিকাটি পড়লেই সবিশেষ জানতে পারবেন । কান্না-কাটি বা পারিবারিক বিষয়াদির কথা না বলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দান শীল ভরনাদি কুশল কর্ম স্মরণ করিয়ে চিন্তের বিশুদ্ধতা আনায়াগ পরিবারের সকলের কর্তব্য । এ জন্য একটি কথা প্রত্যেকের স্মরণ থাকা দরকার যে, তপঃ জপ কর সার, মরণেতে হুসিয়ার । যা পুস্তিকাটির পাতায় পাতায় বিবৃত হয়েছে ।

অতীব ভারাক্রান্তে বলতে হচ্ছে, পৃথিবীব্যাপী এ পুস্তিকাটি আলোড়ন সৃষ্টি করলেও আমাদের বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে ইহা প্রায়ই অজানা ছিল অনেক বছর পর্যন্ত । ইংরেজী ভাষা না জানা লোকদের কাছে ইহা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল । আজ সে অভাব পূরণ করে পুস্তিকাটি প্রথম বারের মতো, “পঞ্চ নির্মিত্ত ও পরবর্তী জীবনের আহ্বান” শিরোনামে বঙ্গানুবাদ করে প্রখ্যাত অনুবাদক, সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক শ্রী সলিল বিহারী বড়ুয়া বাঙ্গালী জাতির মহা উপকার সাধন করলেন । এজন্য তিনি আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র । পুস্তিকাটির প্রুফ সংশোধনাদির কার্যে আমি যৎসামান্য সহযোগীতা করতে পেরে নিজেকে অতীব ধন্য মনে করছি ।

বাংলাদেশের রাউজান উপজেলার অন্তর্গত মধ্যম আঁধার মানিক গ্রামের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় বাবু কুমুদ রঞ্জন বড়ুয়া মহোদয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা মিস রেবা বড়ুয়ার স্বীয় অর্থানুকূল্যে পুস্তিকাটি প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে শাসন সদ্ধর্ম তথা সমাজের মহা উপকার সাধন করলেন । ত্রিপুরার নিকট তার নীরোগ দীর্ঘ জীবন কামনা করছি । ইউনিটি প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী উপাসক প্রবর বাবু শিশির কান্তি বড়ুয়া এবং পশ্চিম আঁধার মাণিক নিগ্রোধারামাধিপতি ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাথের, ট্রিপিটক বিশারদ মহোদয়ের সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি । কামনা করি পুস্তিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের উত্তরোত্তর জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এবং নৈর্বাণিক সুখ ।

ভবতু সৰ্ব্ব মঙ্গলং ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের বিশেষ ক্ষণিক অস্থিত্ব দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদদের অনেক ভাবিয়ে তুলেছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কিন্তু মৃত্যু অবশ্যাজ্ঞাবী। মৃত্যুর পূর্বে ক্ষণস্থায়ী চিন্ত প্রবাহ বিশেষ কিছু ভূত-প্রেতের অধীনে থেকে চিন্তের অবস্থা প্রায়ই কুয়াসাম্বল হয় যা পঞ্চ নিমিত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এই চৈতন্যিক স্তরগুলিকে মায়া বলা যেতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো একজন কৌতূহলী পর্যবেক্ষকের কাছে ইহা ঘটতে পারে যে সমস্ত দৃশ্যমান বিষয় কাহিনীর চাইতেও হৃদয়গ্রাহী সত্যক্রিয়া। কয়েক বছর আগে এমন এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানার পাশে থাকার সময়ে। সেই অভিজ্ঞতা আমার মনে এমন দাগ কেটেছিল যে পরে মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ও নবনালন্দা মহাবিহারে অবস্থানকারী প্রফেসর মহেশ তিয়োয়ারী এম,এ (পালি ও সংস্কৃত) পি,এইচ,ডি সাহিত্যরত্নের কাছে আমি পালি ত্রিপিটকে দেবতাদের ধারণা সম্পর্কিত আমার কষ্টসিদ্ধ গবেষণালব্ধ থিসিস পেশ করেছিলাম।

বিভিন্ন দিক থেকে প্রবল চাপের ফলে জনসাধারণের কাছে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতার লোভ সামলাতে না পেরে আমার বিশ্বস্ত জনগণের সামনে যে আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে চাই তা এতে তারা নিশ্চয়ই এর সার্থক আনন্দ ও হিতকর শিক্ষা পাবেন। এই ক্ষুদ্র সাহসিক কাজে আমি বিদর্শনাচার্য অনাগরিক মুনীন্দ্রজী অধ্যাপক সুনীল বড়ুয়া বি,এসসি; এম,এ; এল,এল,বি; বি,এড ভদন্ত ভিক্ষু সত্যপাল এম,এ আচার্য, বিণয় বিশারদ ও সাহিত্যরত্ন এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা বড়ুয়া বি,এ এর অনুপ্রেরণা আমি ধন্যবাদের সাথে স্বীকার করছি। এক কথায় বলতে এই পুস্তিকার প্রস্তুতি গ্রহণে সাহায্যের জন্য আমি ডঃ অরবিন্দু বড়ুয়া এম,এ; পি,এইচ,ডি (লন্ডন) বার-এট-ল এর কাছে ঋণী।

শ্রী অর্জুন বিকাশ দাশগুপ্ত ও তাঁর সহধর্মিণী আলো রাণী দাশগুপ্ত এই বই প্রকাশের আর্থিক দায়িত্ব বহন করায় তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি ত্রিরত্ন সমীপে তার ঐহিক ও আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি কামনা করি।

বিদর্শনাচার্য ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরর অন্যান্য গ্রন্থ-

1. An exposition of Karma and rebirth
2. The Glory of Buddhagaya
3. Nalanda and Rajgir
4. Khudda Sikkha
5. The Five visions and Beckonnings of Future life
6. Peace through Vipassana Meditation
7. Conception of gods in the Pali Tripitaka (to be published)
8. Pali Studies in Bengal (to be published)
9. Vipassana Achariya Nani bala Barua,
10. Buddhism Stands on Rebirth.
11. A Guide to the Mind purification (Vipassana)
12. Dr. B. R. Ambedkar's The Buddha and His Dhamma: A Rejoinder.

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই উদ্দীপনামূলক পুস্তিকাটি প্রথম প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে এর মুজদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমেরিকার মিঃ মহেশ লোগান কর্তৃক প্রদত্ত অসাধারণ নিমিত্তসহূহের লিপিচিত্রের বর্ধিত সংস্করণ প্রচার করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে স্বদেশের ও বিদেশের আমার শুভার্থী ও ভক্তগণ অতি আগ্রহান্বিত হয়ে অতি সত্বর এই অনুসন্ধিৎসু বইটি পাওয়ার জন্য আমার উপর চাপ প্রয়োগ করে আসছেন।

আমার দৈনন্দিন ক্রান্তিকর ব্যস্ততাভরা কার্যাবলী ও নতুন বুদ্ধগয়া প্রধান মন্দিরের নিকটে আমাদের ভাবনা কেন্দ্রের নতুন কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণের অর্থনৈতিক কাজের কারণে আমি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে পারিনি।

যাক আমি আনন্দে স্বীকার করছি যে, মিঃ অর্জুণ বিকাশ দাশগুপ্ত এবং তার সুহৃদ সহধর্মীনি আলো রাণী দাশগুপ্ত যাঁরা উভয়ে এই প্রথম সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তাঁদের আরেকটি সংস্করণ বের করার ইচ্ছা দেখা গেল। মিঃ মিলন কান্তি চৌধুরী আমাদের একজন সহকারী সচিব এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য প্রেসের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

তাঁদের প্রতি আমার সক্তজ্ঞ ধন্যবাদ রইল।

বুদ্ধ গয়া,

১৫ই আগষ্ট, ১৯৯১ইং।

গ্রন্থকার

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্মৈ ।

ইহা ছিল ১৯৫৭ সাল । এর পাঁচ বছর পূর্বে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসাবে আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি । বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য আমার মন প্রগাঢ় ইচ্ছা ও উদ্দীপনায় ভরে উঠেছিল । ধর্মপদ অটর্ককথায় এক ধার্মিক উপাসকের কাহিনী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ।

ধার্মিক উপাসক ছিলেন বুদ্ধের একজন নিবেদিত প্রাণ শিষ্য । পরিবারের সকল সদস্যসহ তিনি পরিশুদ্ধভাবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতেন । একবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন । তিনি অনুভব করলেন মৃত্যু তাঁর সন্নিহিত । তাই তাঁর বিছানার পাশে বসে সূত্রপাঠ করে শুনানোর জন্য তিনি বুদ্ধের কাছে ৮জন বা ষোলজন ভিক্ষু চাইলেন । তদনুসারে সেখানে ভিক্ষু পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁরা সতিপট্টান সূত্র পাঠ করতে লাগল । সূত্র পাঠের মাঝখানে হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন । ‘খামুন’ ‘খামুন’ । ইহা শুনে ভিক্ষুগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন । উপাসক সূত্র আবৃত্তি থামাতে বলেছেন- এই ভাবে ভিক্ষুগণ তাঁদের সূত্র আবৃত্তি থামিয়ে বুদ্ধের কাছে চলে গেলেন ।

এত শীঘ্রই তাঁরা ফিরে এসেছে কেন বুদ্ধ তাঁদের কাছে জানতে চাইলেন । তাঁরা বলল যে উপাসক তাঁদের সূত্র আবৃত্তি থামাতে বলার কারণেই তাঁরা সূত্র আবৃত্তি শেষ না করেই চলে এসেছিলেন । প্রভুবুদ্ধ তাঁদেরকে বললেন যে- উপাসক যা বলেছিলেন তা তাঁরা ভুল বুঝেছে । বুদ্ধ এর অন্য কারণ ব্যাখ্যা দিলেন । প্রকৃত পক্ষে যে দেবতাগণ তাঁকে রথে করে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছিলেন তাদেরকেই উপাসক থামতে বলেছিলেন । ভিক্ষুদের সূত্র আবৃত্তি থামাতে বলেননি ।

ত্রিপিটক সাহিত্য ও এর ভাষ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাহিনীতে আমি দেখেছি যে এই সাংসারিক জীবনে কর্মানুসারে মৃত্যুর সময় কোন কোন ব্যক্তি দেবতা বা ভূত-প্রেত দর্শন করে । আমার যুক্তিবাদী মনের সাথে খাপ খাওয়াতে পারিনি বলে সে কাহিনী পড়ে আমি অপ্রতিভ হয়ে যাই । আমি বাংলাদেশের উনাইনপুরা গ্রামের স্বনামধন্য বিহারের এক বিদগ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বিদর্শন সাধক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের কাছে যাই । আমি আমার সমস্যার কথা তাঁকে বলি । তিনি আমাকে নিম্নলিখিত গাথা বললেন-

নিরয়ে অগ্গিখন্দোচ পেতলোকঞ্চ অঙ্ককং

তিরচ্চান যোনিং বনসংদং মংসখণ্ডঞ্চ মানুষং

বিমানং দেবলোকম্‌হি নিমিত্তানং পঞ্চদিস্সরে ।

- ১) যারা নরকে যাবে তারা ভয়ংকর দৈত্য দর্শন করবে ।
- ২) যারা প্রেতলোকে যাবে তারা চারিদিকে অন্ধকার দেখবে ।
- ৩) যারা ইতর প্রাণী হিসাবে জন্ম লাভ করবে তারা জন্তু ও অন্যান্য প্রাণী ও বন দেখবে ।
- ৪) যারা মানুষ হিসেবে জন্মলাভ করবে তারা মৃত আত্মীয় স্বজনকে দেখবে ।
- ৫) যারা স্বর্গে যাবে তারা স্বর্গীয় রথ দেখবে ।

এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ নিমিত্ত যেগুলি একজন মুমূর্ষু ব্যক্তি তার মৃত্যুর পূর্বে দেখে থাকে । অবশেষে এ গাথাই শ্রদ্ধেয় মহাত্মার আমাকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন । কিন্তু এতে আমার আংশিক বিশ্বাস জন্মেছিল । এ গাথার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আনার জন্য আমি ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা পেতে চাইলাম ।

আমার আকাংক্ষিত অভিজ্ঞতা লাভ করতে বেশী সময় লাগলনা। আমি তখন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলাধীন তেকোটা গ্রামের এক বিহারে অবস্থান করছিলাম। আমি একদিন আমার গম্ব্যবস্থল থেকে পাঁচমাইল দূরে এক কলেজ থেকে এসে অতীব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং বিছানায় বিশ্রাম নিতে চাইলাম। ঠিক তখন পাশের গ্রাম থেকে এক ভদ্রলোক এসে আমাকে বলল যে ভীষণভাবে পীড়িত মৃত্যু পথযাত্রী শ্রী অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী নামে তাঁর এক শালকের পাশে অবস্থান করতে। মুমূর্ষু ব্যক্তি ছিলেন ৫৬ বছর বয়সের এক অতি ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যিনি বুদ্ধের প্রতি ভক্তির জন্য খ্যাত ছিলেন। আমি উঠে কাগজ কলম সঙ্গে নিলাম এবং তাঁর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

আমি তাঁর বাড়ী পৌছে দেখলাম যে আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধবে ঘর পরিপূর্ণ। তাঁরা আমাকে যাওয়ার পথ করে দিল এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে এসে আমি দেখলাম যে তিনি মেঝেতে বিছানো এক তোষকে শুয়ে আছেন। তখন রাত সাড়ে আটটা। বসার জন্য আমাকে চেয়ার দেয়া হল। সেই ব্যাপারে যথার্থ সূত্র আবৃত্তির পূর্বে আমি সেখানে গভীর নীরবতা লক্ষ্য করলাম। চতুর্দিকের লোকেরা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামবাসীদের কাছে আমার ধর্মোপদেশের প্রাক্কালে মানুষের মৃত্যুর মুহূর্তে পঞ্চ নিমিস্তের উপস্থিতি সম্পর্কে প্রমাণ সংগ্রহ করার জন্য আমি মনোযোগী ছিলাম। সে মুহূর্তও আমার এসে গেল।

যথাসময়ে আমি আমার সূত্র আবৃত্তি শুরু করলাম। যখন আমি দুটা সূত্র আবৃত্তি করলাম তখন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ক্ষীণস্বরে মাঝে মাঝে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা ও মেস্তা করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা বলতে শুনলাম। পরে আমি লক্ষ্য করলাম যে তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে। গাথায় বর্ণিত পঞ্চ নিমিস্তি দর্শনের সত্যতা যাচাই এর জন্য তাঁর ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করতে আমাকে তাঁর বিছানার পাশে মেঝে আসন দিতে বললাম। তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হল।

মুমূর্ষু ব্যক্তি আমার দিকে মুখ করে ডান দিকে শুয়ে আছেন। আমি আমার ডান হাত তাঁর ডান কনুইতে স্থাপন করে তিনি কেমন বোধ করছেন জানতে চাইলাম। তিনি উত্তর দিলেন যে তাঁর যাবার সময় হয়েছে। তাঁর আর কোন জীবনের আশা নেই। আমি একথা বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম যে তাঁর এই ৫৬ বছর বয়সে তিনি এত তাড়াতাড়ি মরতে পারেন না। ধর্মের জন্য উৎসর্গীত এবং গ্রামবাসীদের কাছে অনুপ্রেরণার বিষয় হিসাবে ধর্মকাজে নিয়োজিত এরকম একটি জীবন এত তাড়াতাড়ি নিশেষিত হতে পারেনা।

তখন আমি তাঁকে পঞ্চশীল গ্রহণ ও সূত্র আবৃত্তি শুনতে চান কিনা জানতে চাইলাম। তিনি হাঁ বোধক উত্তর দিলেন। পঞ্চশীল দানের পর আমি কয়েকটি সূত্র আবৃত্তি করলে তিনি তা শ্রদ্ধার সাথে সেগুলি শুনলেন। অল্পক্ষণ পরে আমি জানতে কৌতূহল বোধ করলাম যে তাঁর কাছে কোন নিমিস্ত উপস্থিত হচ্ছে কিনা। তাঁর বিছানার পাশে যতক্ষণ আমি ছিলাম ততক্ষণ তিনি চোখ বন্ধ করেই ছিলেন। আমি মাঝে মাঝে আমার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে লাগলাম। তিনি আমাকে বললেন যে তিনি কোন নিমিস্ত দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রায় ১১-৩০মিঃ তিনি বিড় বিড় করে কিছু বললেন। আমরা তাঁর পাশে যাঁরা ছিলাম তাঁরা বুঝতে পেরেছিলাম যে বোধিবুদ্ধের তলে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে তিনি কিছু বলছেন। এটা তাঁর বুদ্ধগয়া দর্শনের পূর্ব স্মৃতির ফলও হতে পারে। অতপর আমি

তাকে আর কিছু দেখতে পাচ্ছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে তাঁর মৃত মাতাপিতা বোধিবৃক্ষের তলায় বজ্রাসনে ফুল দিচ্ছেন। এটা তিনি দু'বার পুনরাবৃত্তি করলেন। তখন আমি তাঁকে বললাম যে তাঁর মাতাপিতা পঞ্চশীল গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। তিনি বললেন যে তাঁরা ইতিমধ্যে হাতজোড় করে পঞ্চশীল নেয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

পঞ্চশীল প্রদান করে আমি আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর পিতামাতা কোন সূত্র শুনতে ইচ্ছুক কিনা। আমি হাঁ বোধক উত্তর পেলে করণীয় মৈত্রী সূত্র আবৃত্তি করলাম। পঞ্চনিমিত্ত দর্শনের উপর গাথার কথার সাথে ঘটনার মিলে যাওয়া এবং ঘটনার পরিবর্তনে আমি রোমাঞ্চকর বোধ করলাম। উপস্থিত অন্যান্য লোকদেরও একই অবস্থা বলে মনে হল। চরম উত্তেজনার সাথে তাঁরা এই অভূতপূর্ব দৃশ্য লক্ষ্য করছিল।

এটা পরিষ্কার হল যে সে তাঁর পিতামাতাসহ বোধিবৃক্ষ দর্শন ও সূত্র আবৃত্তি হেতু মানবজন্মের উচ্চস্থানে অর্থাৎ মানবকূলে আবার জন্ম নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু আমি অনুভব করেছিলাম যে তাঁর মত এজন শ্রদ্ধাশীল ভক্ত উচ্চকূলে পরবর্তী জন্ম লাভ করার যোগ্য ব্যক্তি এবং তিনি আর কিছু দেখছেন কিনা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে চললাম।

কতক্ষণ পরে আমি তাঁর মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মনে হল তিনি সংসারের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। তিনি আত্মীয়স্বজনদের তাঁর ঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন যাদের কাছে তিনি ঋণী রয়েছেন। সেই মুহূর্তে উপাসক আর কিছু দেখছেন কিনা তাঁর কাছে কাছে জনতে চাইলাম। তিনি ক্ষীণ স্বরে বলে উঠলেন যে তিনি লম্বা চুল দেখতে পাচ্ছেন। তখন রাত ১টা ৪মিঃ। তিনি কোন চোখ দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে না তিনি তা দেখতে পাচ্ছেন না। কারণ পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাল চুলে ঢাকা। এই অপচ্ছায়া দ্বারা কি ভাব প্রকাশ হয়েছিল বুঝতে পারিনি। আমি অনুমান করছিলাম যে যদি সেই মুহূর্তে ভদ্রলোকটির মৃত্যু হত তাহলে তিনি নীচকূলে জন্ম লাভ করতেন। পরে এই নিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে বিদর্শন সাধক শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাত্মবির ও মান্যবর শীলালংকার মহাথেরর নিকট এর বিস্তারিত জানতে চাইলে তাঁরা উভয়ে বললেন যে তখন যদি মুমূর্ষু ব্যক্তিটির মৃত্যু হত তাঁর প্রেতলোকে জন্ম হত।

সেই অবস্থায় সেই অপচ্ছায়ে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য আমি সূত্র আবৃত্তি শুরু করলাম এবং এর ইঙ্গিত ফল পাওয়া গিয়েছিল। আমি অপচ্ছায়া আর আছে কিনা তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলে উঠলেন সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সংসারের প্রতি তাঁর আসক্তি রয়ে গেছে মনে হল যেহেতু ভারতে কলকাতায় অবস্থানকারী তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য তার বিছানার নতুন তৈরী তোষক সরিয়ে ফেলার জন্য আত্মীয় স্বজনদের বলেছিলেন। তিনি চাননি তাঁর মৃতদেহের সাথে তোষক পোড়ানো হোক যা চট্টগ্রামী প্রায় বৌদ্ধদের নিয়ম রয়েছে। এরপর তিনি অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করলেন।

আমি জানতে চাইলাম আর কোন কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিনা। তিনি বললেন যে তিনি দুটি কবুতর দেখতে পাচ্ছেন। আমি তখন বুঝতে পারলাম যে পাখী জগত দেখার মানে হচ্ছে মৃত্যুর পর তিনি তীর্থককূলে জন্ম নেবেন। তখন রাত ২টা। আমি চাইনি যে তাঁর তীর্থককূলে জন্মহোক এবং আমি আবার সূত্র আবৃত্তি শুরু করলাম। যখন আমার দুটি সূত্র আবৃত্তি শেষ হল তখন আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম আর কোন নিমিত্ত দেখা যাচ্ছে কিনা। তিনি বললেন যে আর কোন নিমিত্ত দেখা যাচ্ছে না।

আমি সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনার পর তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম তিনি আর কোন নিমিত্ত দর্শন করছেন কিনা। এটা তাঁকে আমি বার বার জিজ্ঞাসা করার পর প্রকাশ করলেন যে তিনি এক স্বর্গীয় রথ তাঁর দিকে আসতে দেখছেন। যদিও আমি জানতাম যে এতে কিছু বাধা হয়ে দাড়াবে না তবু আমি মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের বললাম রথ আসার জায়গা করে দিতে। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম রথ আপনার থেকে কত দূরে? হাতে তিনি উত্তর করলেন যে ইহা তাঁর বিছানার পাশে। রথের উপর আর কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বললেন যে রথের মধ্যে স্বর্গীয় দেবদেবীগণ রয়েছেন। এরপর আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করতে বললাম দেবদেবীগণ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে চান কিনা। আমি ধর্মসাহিত্যে পড়েছিলাম যে দেবগণ শুধু ভিক্ষুদের সম্মান ও মান্য করেনা ধার্মিক উপাসকদেরও মান্য করে থাকেন। তাঁদের সম্মতি আছে জেনে আমি পঞ্চশীল প্রদান করলাম। অতপর আমি আবার মুমূর্ষু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম দেবদেবীগণ আমাকে সূত্র আবৃত্তি করার অনুমতি দিও করার অনুমতি দিচ্ছেন কিনা এবং মঙ্গলসূত্র আবৃত্তি শুনতে চান কিনা। মুমূর্ষু ব্যক্তির মাধ্যমে দেবতারা সম্মতি দিলে আমি সূত্র আবৃত্তি করলাম।

আমি আবার রতন সূত্র আবৃত্তি করব কিনা জানতে চাইলে মুমূর্ষু ব্যক্তিটির হাত নেড়ে ইঙ্গিত করল যে দেবতারা আর সূত্র আবৃত্তি শুনতে ইচ্ছুক নন এবং তাঁরা চান আমি যেন আমার বিহারে ফিরে যাই।

আমি যখন বুঝতে পারলাম যে দেবতারা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে স্বর্গে নিয়ে যেতে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমি মধ্যস্থতা করে তাঁর জীবন এই পৃথিবীতে প্রলম্বিত করতে চাইলাম। আমি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেবতাদের বলতে বললাম যে তাঁরা যেন চলে যায় কারণ তাঁর মৃত্যুর সময় এখনো হয়নি। তাঁর এখন মাত্র ৫৬ বছর বয়স, দেবতারা তাঁকে ভুল করে নিতে এসেছেন। আমি মুমূর্ষু ব্যক্তি আরো জানতে বললাম যে আমি নিজে এবং অন্যান্য লোকেরা তাঁকে পূণ্যদান করে তাঁর জীবন রক্ষার জন্য প্রার্থনা করলাম।

এরপর প্রায় ১০মিনিট কাল দ্বিধাগ্রস্থ ভাবছিল এবং মুমূর্ষু ব্যক্তি ইঙ্গিত দিয়ে বলল যে দেবগণ চিন্তামগ্ন আছেন কিন্তু শেষে আবার ইঙ্গিত করলেন যে তাঁরা আমার প্রস্তাবে রাজী নন। মুমূর্ষু ব্যক্তি আবার ইঙ্গিত দিয়ে জানালেন যে দেবতারা ইচ্ছা করেন আমি যেন বিহারে ফিরে যাই। তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা তখন হতাশ হলেন এবং অন্যান্য প্রেতগন তাঁকে নিম্নস্থানে (নরকে) নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হতে পারে ধারণা করে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত আমাকে থাকতে বললেন। যাক দেবতারা পীড়াপীড়ি করল যে আমি যেন বিহারে ফিরে যাই। যখন আত্মীয় স্বজন বুঝতে পারল যে এস্থানে আমাকে আর ধরে রাখা যাবেনা তখন তাদের মধ্যে একজন আমাকে অন্য একটি কামড়ায় নিয়ে বসাবার ইঙ্গিত করলেন।

আমি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার ভান করলাম এবং পায়ের আঙ্গুলের ভর করে আমি অন্য ঘরে গিয়ে দেবগণের সাথে সাথে মুমূর্ষু ব্যক্তির চলে যাওয়ার অবস্থা দেখতে চাইলাম। কতক্ষণ পরে তিনি বলে উঠলেন- ‘ভাঙে অন্য ঘরে বসে আছেন, দেবগণ তাঁকে সে ঘর ছেড়ে দিয়ে বিহারে চলে যেতে বলছেন।’

আমাকে যা বলা হয়েছিল তাঁর পরিবর্তে আমি সেখানে অবস্থান করলাম এবং পুলক অনুভব

করলাম। আমি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বিড় বিড় করে উত্তেজনার সাথে বলতে শুনলাম-‘আমাকে বেঁধোনা এবং টেনে নিওনা।’ এটা তিনি কয়েকবার বললেন। আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না এবং তাড়াতাড়ি তাঁর বিছানার পাশে আসলাম। কি হয়েছে আমি তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন কয়েকজন কিছুতকিমাকার অপদেবতা তাঁকে তাঁদের সাথে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি যদি তখন মরতেন তিনি নরকে যেতেন। আমি তখন আবার সূত্র আবৃত্তি শুরু করলাম এবং কিছুক্ষণ পর মুমূর্ষু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম আর কোন অপদেবতা সেখানে তখনো আছে কিনা। তিনি বললেন যে না, তারা চলে গেছে সেই দীর্ঘরজনী প্রায় শেষ হয়ে ভোরের পূর্বাভাস পাওয়া গেল। আমি মুমূর্ষু ব্যক্তি থেকে জানলাম যে দেবগণ তখনও তাঁদের রথ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। আমি আমার এবং অন্যদের পূন্যদানের মাধ্যমে তাঁর জীবন দান করতে দেবগণকে আর একবার অনুরোধ করলাম। উপস্থিত সকলে আমার পরামর্শ অনুমোদন করলেন এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম দেবতারা দয়া পরবশ হয়ে সে স্থান ত্যাগ করলেন।

আমি আবার মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে জানতে পারলাম সেখানে আর কোন নিমিষ দেখা যাচ্ছে কিনা। উত্তর হল যে তাঁর পিতামাতা তখন বোধিবৃক্ষ মূলে অবস্থান করছেন যার অর্থ এই হতে পারে যে সংসারের প্রতি তার এত প্রবল আকর্ষণ ছিল যে আবার এই পৃথিবীতে জন্মলাভ করবেন। আমি প্রস্তাব করলাম যে আমাদের সকল সম্মিত পুণ্যরাশি দানের বিনিময়ে দেবগণের মত তাঁদের চলে যাওয়া উচিত। তাঁরা প্রকৃত পিতামাতা ছিলেন না।

মুমূর্ষু ব্যক্তির ইঙ্গিতে এটা মনে হল আমার অনুরোধে পিতা সম্মতি দান করলেও মায়ের এতে সম্মতি ছিলনা। মায়ের এরূপ সামঞ্জস্যহীন মনোভাবে আমি বিরক্তি প্রকাশ করলাম এবং উত্তেজিত হয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির মাধ্যমে পিতামাতাকে জানিয়ে দিলাম সেখানে দেবগণ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করছেন সেখানে তারা আমার অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব এবং এ ধরনের আচরণ তাঁদের ক্ষতির কারণ হতে পারে। আমার বারবার প্রতিবাদ জানানোর ফলে আকাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া গেল। অবশেষে মুমূর্ষু ব্যক্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে তাঁরা চলে গেছে।

তখন যে সকল নিমিষ মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হয়েছিল সবগুলি চলে গিয়ে দৃশ্যত তাঁর মধ্যে একটা পরিবর্তন আসল। তিনি একটি দীর্ঘ শ্বাস ফেলে সজীব হওয়ার একটি ইঙ্গিত দেখালেন। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কয়েকজন তাঁর এ পরিবর্তন লক্ষ্য করে বাতি হাতে যখন তাঁর কাছে এগিয়ে এল তখন তিনি বলে উঠলেন আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি আর মরছি না। মুমূর্ষু ব্যক্তি আবার জীবন্ত হয়ে উঠছেন দেখে উপস্থিত আমরা সকলের মধ্যে আনন্দের ঢেউ উঠল এবং স্বস্থি ফিরে আসল। এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে আমরা সকলে অভিভূত হয়েছিলাম যা দর্শন যন্ত্রের মাধ্যমে দেখার মত সুন্দর ভাবে সংঘটিত হয়েছিল। তখন ছিল ভোর ৫টা। সে রাতের ঘটনা এত চিত্তাকর্ষক ও রোমাঞ্চকর হয়েছিল যে উপস্থিত সকলে বিন্দ্র রজনী কাটানো সন্তোষ কারো মধ্যে কোন ক্লান্তি দেখা যায়নি। আমি তখন সে স্থান ত্যাগ করে বিহারে আসলাম এবং স্নান ও প্রাতরাশ সেরে ঘুমোবার জন্য গেলাম।

সকাল প্রায় ১০-৩০মিঃ আমার কামড়ার বাইরে এসে দেখলাম যে লোক গতকাল বিকালে মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল তাঁকে আমি তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন যে তিনি আবার আমাকে নিতে এসেছেন যেহেতু অবিনাশ চন্দ্র চৌধুরী

ঘেন্টা ভাল থাকার পর এবার তাঁর ক্লান্তি ভাব দেখা গেল এবং মনে হল তাঁর জীবন ফুরিয়ে এসেছে।

আমাকে নিতে আসা ভদ্রলোকের সাথে অতি দ্রুত পদক্ষেপে আমি অবিনাশ বাবুর বাড়ীর দিকে ছুটলাম। আমি গ্রামবাসীদেরকে যেতে দেখলাম। আমি বাড়ী পৌঁছে দেখলাম সেখানে জনতার ভিড় এবং পূর্বরাতের অশ্রুত ঘটনা জানার জন্য সমবেত হল। মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানার পাশে যাওয়ার জন্য সকলে আমাকে পথ করে দিল।

আমি মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানার পাশে আসন নিয়ে তিনি কেমন অনুভব করছেন জানতে চাইলাম। তিনি স্কীণ স্বরে উত্তর দিলেন যে তিনি আর বাঁচবেন না। আমি তাকে উৎসাহ দিয়ে জীবনে তিনি যে সব কুশল কর্ম করছেন তা স্মরণ করতে বললাম এবং মাঝে মাঝে আর কোন নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানতে চাইলাম। প্রত্যেকবার তিনি না বোধক উত্তর দিলেন।

তখন ছিল ১১-২০মিঃ ৮৬ বছরের তাঁর এক আত্মীয় কর্তালা গ্রামের মহেন্দ্র চৌধুরী আমার মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় পেরিয়ে যাবে দেখে আমাকে আহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি দৃঢ়ভাবে বললাম যে আমি মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণ করার জন্য মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশ ত্যাগ করবনা। উপস্থিত জনতা মুমূর্ষু ব্যক্তির পরবর্তী ঘটনা কি হবে তা দেখার জন্য অতি আশা করেছিল বলে ইহা চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করল। আর কোন নিমিত্ত দেখতে পাচ্ছে কিনা আমি আবার মুমূর্ষু ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম। এবার তিনি বললেন যে দেবগণ আবার রথ নিয়ে এসেছেন।

আমার মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে আমি যখন মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানার পাশে অবস্থান করার জন্য জেদ ধরলাম তখন দেবগণের উপস্থিতি আমাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনা হচ্ছে বলে মনে হল। পরে যখন আমি শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর মহাথের ও শ্রদ্ধেয় শীলালংকার মহাথের কাছে ব্যাখ্যা চাইলাম তাঁরা উভয়ে আমাকে বললেন যে আমার মধ্যাহ্ন ভোজন গ্রহণের জন্য এ স্থান ত্যাগ করা অবধি দেবগণ অপেক্ষা করছিল যে আমার অনুপস্থিতিতে তারা মুমূর্ষু ব্যক্তিকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যখন তাঁরা দেখল যে মুমূর্ষু ব্যক্তির বিছানার পাশে থাকার জন্য আমার জেদ হেতু এটা সম্ভব হচ্ছেনা তখন তাঁকে তাঁরা নিয়ে যাবার জন্য উপস্থিত হল।

মুমূর্ষু ব্যক্তি তখন বলল যে দেবগণ আমাকে বিহারে ফিরে যাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করছেন এবং তাঁরা ইহা জেদ ধরেছেন। আমি নিজে ভাবলাম কেন এটা হচ্ছে। পরে আমি বুঝতে পারলাম যে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ত ভাবের কারণ হচ্ছে দেবগণ আমার থেকে পঞ্চাশীল গ্রহণ করেছেন ও সূত্র আবৃত্তি পরে ইহা আমি শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের কাছ থেকে জেনে নিশ্চিত হয়েছিলাম।

আমি তাঁর মৃত্যু অনিবার্য অনুভব করে আমি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেবতাদের জানাতে বললাম যে দেবগণ আমার উপস্থিতিতে নিয়ে যেতে পারে, আমার এতে কোন আপত্তি থাকবে না এবং আমি সানন্দে আমাদেরকে ত্যাগ করার জন্য আপনাকে অনুমতি দিলাম। এটা আমি করেছিলাম কারণ কুশল কর্মের জন্য তিনি স্বর্গে যাচ্ছেন যেটা আমি ইচ্ছা করেছিলাম। এরপর আমি তার স্ত্রীর বড় ভাই এবং কন্যাকে তাকে সানন্দে চিরবিদায় দেয়ার জন্য বলেছিলাম এবং তাঁরা তা করেছিল। পরবর্তী জগতের জন্য চিরবিদায় নেয়ার এই সময়। তিনি একথা বলে আমাদের সকলের কাছে শেষ বিদায় নিয়ে বললেন, 'আমি এখন যাচ্ছি'। তাঁর মুখের মধ্যে স্বর্গীয় দীপ্তি ও ঔজ্জ্বল্য দেখা গেল। মুমূর্ষু ব্যক্তির এই হল শেষ উচ্চারণ।

অতঃপর আমার উভয় হাতে তাঁর মাথা ও কাঁধ ধরলাম এবং আর এক ব্যক্তিকে চিৎ হয়ে শুইয়ে দেয়ার জন্য তাঁর পা ধরতে বললাম। তাঁর মুখে কয়েক ফোটা মিষ্টি পানি দেয়া হল এবং এরকম করার সময় আমার ডানহাত তাঁর বুকে রাখলাম। আমি ইহা উষ্ণ অনুভব করলাম। আমি অনুমান করতে পারলাম যে মুমূর্ষু ব্যক্তির এখনো জ্ঞান আছে এবং বিড়বিড় করে নিজে নিজে ধর্মীয় বাণী উচ্চারণ করছিলেন যেগুলি তিনি সারাজীবন বলে এসেছিলেন এর পর তিনি তাঁর ডান হাত তুললেন এবং এভাবে নাড়লেন মনে হল তিনি কিছু খুঁজছিলেন যা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। জনতার মধ্য থেকে একজন ইঙ্গিত দিল যে তিনি আমার পা স্পর্শ করার চেষ্টা করে থাকবেন যা পূর্ব রাত্রিও মাঝে মাঝে তিনি এরূপ করেছিলেন।

তখন আমি আমার ডান পা তাঁর প্রসারিত হাতে স্পর্শ করলাম। তাঁর মুখাবয়ব লক্ষ্য করে মনে হল এতে তিনি পরিতৃপ্ত হলেন। পরে তিনি সেই হাত কপালে ঠেকালেন এবং তাঁর হাত আবার পাশে রেখে দিলেন।

আমি অনুভব করলাম যে তাঁর বুকের উষ্ণতাব কমে আসছে। এক বা দুই মিনিটের মধ্যে হঠাৎ তাঁর দেহের একটি ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন এবং স্থির হয়ে গেলেন। যখন সব শান্ত হয়ে গেল আমি তাঁর বুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চারিদিকে দেখলাম। আমি প্রত্যেককে শান্ত হয়ে দাঁড়াতে বা বসতে দেখলাম।

কেউ কাঁদলওনা আবার কোনদিক থেকে শোক প্রকাশ করার কোন শব্দও শোনা গেল না। বিভিন্ন ধর্মদেশনায় ভক্তদের উদ্দেশ্যে আমার নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মৃতব্যক্তির প্রতি শোক প্রকাশের যদিও কোন সুদূর প্রসারি ফল নেই তথাপি আমি গৃহ ত্যাগ করার সময় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের বলে গেলাম যে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাঁরা ইচ্ছা করলে কাঁদতে বা শোক প্রকাশ করতে পারেন। পঞ্চনিমিত্ত দর্শন সম্পর্কে গাথার সত্যক্রিয়ার প্রতি যা পূর্বে আমার সন্দেহ ছিল এ ঘটনা তার পরিসমাপ্তি ঘটাল। এ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির আমাকে বলেছিলেন এবং বইতেও আমি এ সম্পর্কে পড়েছি। পরে একজন মুমূর্ষু ব্যক্তির বিষয়ে সংঘটিত ঘটনার প্রতিটি স্তরের প্রতি আমার বিশ্লেষণাত্মক মন নিবদ্ধ হল। আমি দেখলাম যে চিন্তের অবস্থা অনুযায়ী মুমূর্ষু ব্যক্তির সন্মুখে নিমিত্তগুলি উপস্থিত হচ্ছে। বোধিবৃক্ষ ও পিতামাতা দর্শন তাঁর কর্মনিমিত্তের ফল। মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনে তাঁর কৃতকর্মের গতি অনুযায়ী চিন্তের মধ্যে বিরাজমান প্রাধান্যকারী কর্ম নিমিত্তই উপাদান বিশেষ। কিন্তু যখন তিনি আবার মাঝে মাঝে চুল বিশিষ্ট ব্যক্তি, কবুতর ও ভয়ান্ত অপচ্ছায়া (ভূত) দেখেছিলেন। তা সংসারের প্রতি তাঁর ক্ষণিক আসক্তি বা জীবিত থাকাকালীন তাঁর অকুশল কর্মেরই ইঙ্গিত বহন করে।

ইহা দেখা গিয়েছিল যে সূত্র আবৃত্তির ফলে কুচিন্তা এবং প্রেতদের উপস্থিতি দূরীভূত হয়েছিল এবং পঞ্চশীল গ্রহণ ও সূত্র শ্রবনের ফলে চিন্তা বিশুদ্ধি ও দেবগণের উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল। মুমূর্ষু ব্যক্তির এ জগৎ ত্যাগ করে স্বর্গে গমনের পথ নির্মল ও চিন্তের অন্য রকম অবস্থার চেয়ে চিন্তের শেষ অবস্থার অধিকতর শক্তিশালী হওয়ারও কারণ ছিল তার পিতামাতার দর্শন ও উল্লেখিত বিষয় সমূহ।

উপসংহারে বলা যায় এ ঘটনার মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় যে জীবনের শেষ মুহূর্ত নির্ধারণ করবে যে ব্যক্তি উচ্চ স্থানে বা নিম্নস্থানে জন্ম নিবে কিনা। মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের

উচিত, সংসারের প্রতি আসক্তির কথা বলে, ত্রন্দন বা শোক প্রকাশ করে চিন্তে মেঘাবরণ সৃষ্টি না করে সূত্র ও গাথা আবৃত্তি করে চিন্তে শান্ত ভাব আনয়ন করে জীবনে কৃত কুশল কর্মগুলি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

কোন অবস্থার উপর আমর শিক্ষা এই যে একজন লোক যতই ধার্মিক ও নিবেদিত হোক না কেন তাঁর কৃত কোন কুশল কর্মই অন্তিম মুক্তির কারণ হতে পারে না যা তাঁকে নির্বাণ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে বা তাকে পরবর্তী জন্ম উচ্চতম ব্রহ্মলোকের বিভিন্ন স্তরে নিয়ে যেতে পারে। বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমেই একমাত্র জাগতিক বন্ধন (দশ সংযোজন) থেকে মুক্ত হয়ে শ্রোতপণ্ডি, সকৃদাগামী, অনাগামী অর্হ্য অর্থাৎ প্রভৃতি উন্নত স্তর লাভ করে।

একজন লোক প্রথম স্তরের বিশুদ্ধি শ্রোতাপন্ন লাভ করে দশ সংযোজনের (বন্ধন) প্রথম তিনটি বন্ধন যথা সংকায় দৃষ্টি, (আত্ম মোহ) বিচিকিৎসা (সন্দেহ) এবং সিলব্বত পরমসকে (ধর্মীয় ভদ্রাঙ্গী) জয় করে। যে লোক উন্নত ও বিশুদ্ধ স্তর লাভ করেছে সে কখনো নরকে (প্রেতযোনি, পশুযোনি ও অসুরযোনি) জন্ম গ্রহণ করবেন না এবং মৃত্যুর পর সত্যিকারের বেশী কোন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করবেন না। তার কাছে নরক, প্রেত ও পশু এই যোনির কোন নিমিত্ত মৃত্যুর সময় উপস্থিত হবে না। তিনি কেবলমাত্র মনুষ্যলোক ও দেবলোক দর্শন করবেন। যে লোক ধ্যানের মাধ্যমে চতুর্থ ও পঞ্চম বন্ধনকে (কামরাগ ও প্রতিঘ) জয় করে সকৃদাগামী স্তরে পৌছেন তিনি একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কাছে প্রথম তিনটি নিমিত্ত উপস্থিত হবে না কেবল মাত্র দুটির একটি মৃত্যুর পূর্বে উপস্থিত হবে। যে লোক ধ্যানের মাধ্যমে অনাগামী স্তরে পৌছেন কামরাগ ও প্রতিঘ (খারাপ ইচ্ছা) এই দ্বিবন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে অনাগামী স্তরে পৌছেন এই পৃথিবীতে তিনি আর জন্ম গ্রহণ করবেন না এবং তিনি ব্রহ্মলোকে জন্ম গ্রহণ করবেন, যেখান থেকেই তিনি চিরমুক্তির পথ নির্বাণ লাভ করবেন। তিনি নিমিত্ত হিসাবে একমাত্র দেবগণকেই দেখবেন। আরো ধ্যানের মাধ্যমে বাকী পঞ্চ বন্ধন যথা রূপরাগ (বস্তুগত লোভ), অরূপ রাগ (অবস্তুগত লোভ), মান (অহংকার), উদ্ধৃক (অস্থিরতা) এবং অবিদ্যাকে (অজ্ঞতা) নির্মূল করে অর্হৎ স্তর লাভ করবেন এবং যেহেতু এই পৃথিবীতে চির মুক্তির পথ নির্বাণ লাভ করেছেন সেহেতু তাঁর আর পুনর্জন্ম হবে না এবং মৃত্যুর সময় তিনি আর কোন নিমিত্ত দেখতে পাবেন না।

নির্বাণ জীবনের অন্তিম গন্তব্যস্থল যা বুদ্ধ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই আবিষ্কার তিনি করেছিলেন। বুদ্ধের অনুসারীগণ তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছেন। একমাত্র ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে বৌদ্ধদের অন্তিম গন্তব্যস্থল নির্বাণ লাভ করা যেতে পারে। নিমিত্তগুলি মানব জীবনে গোলক ধাঁধার মত কখনো অন্ধকার, কখনো আলোর মধ্যে আলো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য খুঁটির উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে কিন্তু জীবনের অন্তিম গন্তব্যস্থল ও আলো শেষ পর্যন্ত নিহিত থাকে নির্বাণ লাভে যেখানে একজন লোক নিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে স্তরগুলো অতিক্রম করতে পারে।

অনুবাদক পরিচিতি

এই পুস্তিকার অনুবাদক শিক্ষাবিদ সলিল বিহারী বড়ুয়া এম,এ, বি,এড চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত রাউজান থানাস্থ বৌদ্ধ ঐতিহ্যবাহী গ্রাম আবুরখীলে ১৯৪৫ ইংরেজী সালের ৬ই মার্চ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী ও বৌদ্ধ ব্যক্তিত্ব শ্রী পুলিন বিহারী বড়ুয়ার কনিষ্ঠ সন্তান। পিতার ন্যায় তিনি শিক্ষকতার আদর্শে নিবেদিত। ১৯৬০ সালে চট্টগ্রামে আই, এ ক্লাশে ভর্তি হওয়ার পর সেখান থেকে বি, এ পাশ করেন। তার পর শুরু হয় শিক্ষকতা। শিক্ষকতার ফাঁকে ১৯৬৯ সালে বিএড ও ১৯৭৫ সালে পালি সাহিত্যে এমএ পাশ করেন। কলেজ জীবনেই তাঁর সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার উন্মেষ ঘটে। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে সাময়িকী সম্পাদনা, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা ও সমাজ সেবা চলতে থাকে। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী বৌদ্ধদের অংশগ্রহণের ইতিহাস ও বৌদ্ধ শহীদদের জীবনী সম্বলিত বোধন নামে স্মরণিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাহিত্য সম্পাদক হিসাবে। এ ছাড়া বহু স্মরণিকা তিনি সম্পাদনা করেন। তাঁর অনূদিত ‘বিদর্শন ভাবনা পদ্ধতি’, ‘মহেন্দ্র আগমন বিশ্বে বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান’ জ্যোতিপাল মহাথের প্রণীত প্রজ্ঞার ‘Wisdom’ ইংরেজী অনুবাদ ছাড়া তাঁর রচিত বৌদ্ধধর্মে অনিত্যবাদ ও ‘প্রবন্ধ সম্ভার’ পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ পালি বুক সোসাইটি ১৯৮৯ সালে তাঁর উপর ‘জ্যোতি’ পত্রিকা (বার্ষিকী) সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করে। অদ্যাবধি তিনি সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করছেন। সাহিত্যকর্ম ছাড়া স্বগ্রামে বিহার, স্কুল ও সংগঠন প্রতিষ্ঠায়ও অবদান রয়েছে। মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম বেতারে বর্ণ শিক্ষা অনুষ্ঠানও পরিচালনা, গীতিনক্সা লিখেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও মানব কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। বিশেষভাবে বর্তমান বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কলারশিপ কাউন্সিলের সহ সভাপতি, বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক ভাবনা কেন্দ্রের আজীবন সদস্য ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন।



ভদন্ত ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরোর সংক্ষিপ্ত জীবনী

আন্তর্জাতিক খ্যাতি অমূল্য বিদর্শনাচার্য ড. রাজকুমার মহাথেরো ১৯৩০ ইংরেজীতে ২৫শে এপ্রিল এক সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধ পরিবারে রাউজান থানার অন্তর্গত ফতেনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা প্রয়াত কৌশল্যাময়ী বড়ুয়া। তিনি অংঝারের মোহ-মায়ী পদদলিত করে ভরা যৌবনে তৎকালীন প্রখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরোর উপাধ্যায়ত্বে উপঅম্মদা গ্রহণ করে দানি শাস্ত্রে ১৯৬০ ইংরেজীতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ মানমে ভারতে গমন করে ডক্ট্রি হন বিশেষ মুদ্রাচীন বৌদ্ধ বিদ্যাপিঠ নব নামদা মহাবিহারে। মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক এ মহাবিহার থেকে অত্যন্ত সফলতর সাথে এম.এ., এবং পি.এইচ.ডি. গৌরবজনক ডিগ্রী অমূহ লাভ করেন। ১৯৭০ সালে বিশ্ব বৌদ্ধদের প্রধানতম ধর্মীয় দীর্ঘমান ভারতের বুদ্ধগয়ায় আন্তর্জাতিক ডাবনাবেল্ল অহ প্রতিষ্ঠা করেন আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন অংশে। ভারতে সর্বপ্রথম ডাবনা বেলে ম্পাদন করে ড. মহাথেরো নিঃসন্দেহে এক বিরল কৃতিত্বের দাবীদার।

ভারতে এবং বার্মায় প্রসিদ্ধ কয়েকজন ধ্যানাচার্যের নিকটই মহাথেরো ধ্যান শিক্ষা নিয়েছিলেন যখন তিনি Psychological Approach to Buddhist Meditation এর উপর D. Litt করছিলেন। বিশেষ বিভিন্ন দেশ থেকে ধ্যানার্থীদের নিয়ে তারা বছর ধ্যান প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। ২০টিরও বেশী অংগঠনের সাথে তিনি অমূল্য আছেন সভাপতি, কার্যকরী সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ অম্মাদক, অদম্যাদিঅহ মর্যাদাপূর্ণ পদ অমূহ অলংকৃত করেন।

বৌদ্ধ সাধনা-ডাবনা ও অধর্মের বিভিন্ন দিক দিয়ে ড. মহাথেরো বৌদ্ধ ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষি, মনুষ্যতা অঙ্কুর রাখার মানমে অক্লান্ত ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছেন এবং যোগদান করেছেন বিভিন্ন দেশে সভা সমিতিতে। অনুপম চরিত্র ও আন্তরিক সম্ভাষণের দ্বারা তিনি দূরকে করেছেন নিকট এবং পরকে করেছেন আপন।